ছয় প্রজাতির মাছ চাষের ক্ষেত্রে কাতলা ১০০ টি, সিলভার কার্প ২০০ টি, রুই ৩০০ টি, গ্রাস কার্প ১০০ টি, মৃগেল ১৫০টি ও আমেরিকান রুই - ১৫০ টি ছাড়ুন। বিদেশী পোনা যদি না পান তাহলে কাতলা ৪০০ টি, রুই ৩০০ টি ও মৃগেল ৩০০ টি ছাড়ুন। চারাপোনা ছাড়ার আগে পুকুরের জলের সাথে ৫ - ১০ মিনিট খাপ খাইয়ে নিন। তার পর প্রতি লিটার জলে ১ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গুলে তাতে চারাপোনা গুলিকে কয়েক সেকেন্ড শোধন করে পুকুরে ছাড়ুন।

❑ পুকুরে চারা পোনা ছাড়ার পর পরিচর্যা

☞ **সারপ্রয়োগ ঃ**

পুকুরে উৎপন্ন প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমানের উপর সার প্রয়োগ নির্ভর করে। জলের স্বচ্ছতা যদি ২৫ - ৩০ সেমির বেশি হয় তাহলে প্রতি মাসে বিঘা প্রতি গোবর সার ১০০ কেজি, ইউরিয়া ৪-৫ কেজি ও সিঙ্গল সুপার ফসফেট ৫-৬ কেজি প্রয়োগ করুন। পুকুরের জলের রং যদি সবুজ বা হলদে বাদামী হয় এবং স্বচ্ছতা যদি ২৫ সেমির নীচে নেমে আসে তবে অজৈব সার প্রয়োগ না করাই ভালো।

☞ **চুন প্রয়োগ ঃ**

সাধারনতঃ মাসে বিঘা প্রতি ৫-১০ কেজি হারে চুন ব্যবহার করা হয়। সার প্রয়োগের ২-৩ দিন আগে চুন প্রয়োগ করে অ্যালকালিনিটির মাত্রা বাড়িয়ে নিলে সারের সুফল ভালো পাওয়া যায়।

☞ **পরিপূরক খাদ্য পরিবেশনা ঃ**

পুকুরের মাছের বৃদ্ধি দ্রুত করার জন্য প্রত্যহ পরিপূরক খাদ্য প্রয়োগ করুন। চালের কুঁড়োর সঙ্গে সরষে, বাদাম, তিলের মধ্যে যে কোন এক প্রকার খোল সম পরিমান (১ ঃ ১ অনুপাতে) মিশিয়ে মাছের পরিপূরক খাদ্য তৈরি করুন। শুকনো খাবার অল্প জল দিয়ে তাল পাকিয়ে বাঁশের ঝুড়িতে করে পুকুরের চারিদিকে পরিবেশন করুন। শুধু ঝুড়ি বাঁধার দড়ি ছোট বড় করে খাবার কে তিনটি স্তরে পৌছে দিন। খাবার প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে মাছের দৈহিক ওজনের ৩ - ১ শতাংশ হারে প্রয়োগ করুন। মাছের দৈহিক ওজন যত বাড়তে থাকবে খাদ্যের শতকরা পরিমাণ তত কমতে থাকবে।

☞ **জালটানা ঃ**

১৫ দিন অন্তর একবার জালটেনে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন এবং সংগৃহীত মাছকে লবণ জলে কয়েক সেকেন্ড রেখে পুকুরে ছেড়ে দিন। জল খুব কমে যাবার আগে এবং ঠান্ডা পড়ার আগে বেশ কিছু মাছ বিক্রি করে দিন।

❑ **ফলন তোলা ঃ** মিশ্র মাছচাষ ১২ মাস সময় নিয়ে করা হয়। যদি নিয়ম মেনে চাষ করা যায় তাহলে গড়ে কাতলা ১ কেজি, রুই ৬০০-৭০০ গ্রাম, মৃগেল ৫০০-৬০০ গ্রাম,সিলভার কার্প ১-১.৫ কেজি, গ্রাস কার্প ১.৫-২ কেজি, আমেরিকান রুই ১ কেজি পর্যন্ত অনায়াসে উৎপাদন করা সম্ভব । উপরের সমস্ত ব্যবস্থাপনা মেনে চাষ করলে বিঘা প্রতি ৪৫০ - ৫০০ কেজি মাছ উৎপাদন সম্ভব। বিঘা প্রতি মিশ্র মাছ চাষে খরচ ৭০০০ টাকা । এখন মাছের দাম অনেক । গড়ে ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করলে দাম পাবেন (৪৫০ X ৩০) = ১৩৫০০ টাকা। অতএব খরচ বাদে ১ বিঘা পুকুর থেকে লাভ তুলুন (১৩৫০০ - ৭০০০) = ৬৫০০ টাকা। তাই আপনি মাছ চাষে উৎসাহিত হন ও অপর চাষী বন্ধুকে মাছ চাষের উৎসাহী করে তুলুন। আসুন আমরা সবাই মিলে মাছ চাষের মাধ্যমে আমাদের গ্রামীন অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করি।

বিশদ জানার জন্য যোগাযোগ করুন

মৎস্য বিভাগ
উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর
দূরভাষ - (০৩৫২৬) ২৬৩৬৫৩

উন্নত প্রথায় মিশ্র মাছ চাষ

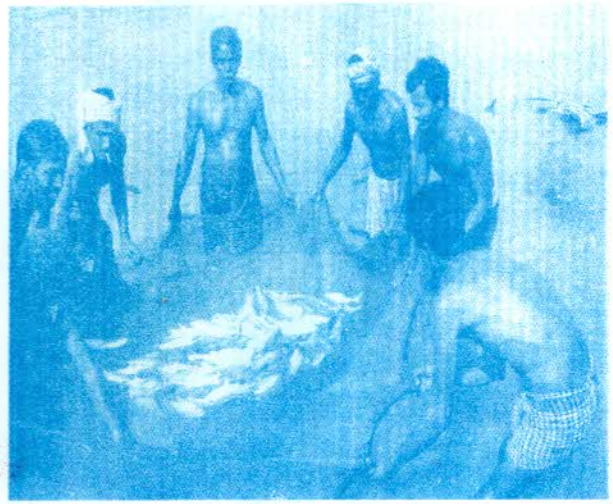

উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর

উন্নত প্রথায় মিশ্র মাছচাষ

চিরাচরিত প্রথায় মাছচাষ আমাদের দেশে অনেকদিন যাবৎ চলে আসছে। কিন্তু চাষ করে তা থেকে কতটা লাভবান হওয়া যায় সেই ধারনা আমাদের মধ্যে খুব একটা নেই। তাই আজও গ্রাম বাংলার অনেক পুকুর পড়ে থাকে অনাবাদী, হয় না তার যথাযথ ব্যবহার। অল্প সময়ের মধ্যে কি করে মাছকে বাড়িয়ে তোলা যায়, কি করে দেখা যায় মাছ চাষে লাভের মুখ-সেই চিন্তা করার দিন আজ আমাদের কাছে উপস্থিত। বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক মিশ্র মাছচাষ হল মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির সেই উপায়। প্রচলিত প্রথায় কাতলা, রুই ও মৃগেল এই তিনধরনের মাছ চাষে পশ্চিমবঙ্গে বছরে গড় উৎপাদন বিঘা প্রতি ১০০-২৫০ কেজির বেশি নয়। আর বিজ্ঞান ভিত্তিক মিশ্র মাছচাষে বছরে গড় উৎপাদন বিঘা প্রতি ৫০০ - ৫৫০ কেজি পাওয়া সম্ভব। কাজেই মাছ চাষ করতে হবে সঠিক সময়ে, সঠিক পদ্ধতিতে। তাই আসুন, আমারা সবাই মিলে মাছ চাষের এই লাভ জনক পদ্ধতি প্রয়োগ করি। আর জেনে নি মিশ্র মাছচাষের প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা।

মিশ্র মাছচাষ কি ?

- পুকুরের বিভিন্ন স্তরের খাদ্যগ্রহণ করতে পারে এবং একে অপরের ক্ষতি না করে একসঙ্গে বাস করতে পারে এমন দ্রুত বৃদ্ধিসম্পন্ন কয়েক ধরনের দেশী ও বিদেশী পোনা মাছ সঠিক সংখ্যায় ও সঠিক অনুপাতে মজুত করে, পরিপূরক খাবার এবং সার প্রয়োগ করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে চাষ করে মাছের উৎপাদন বাড়ানোই হল মিশ্র মাছচাষ।
- সাধারনত ঃ- ছয় প্রজাতির মিশ্র চাষই সবথেকে বেশি প্রচলিত। দেশী মাছ গুলি হল রুই, কাতলা, মৃগেল এবং বিদেশী মাছ গুলি হল সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প ও আমেরিকান রুই।
- কাতলা ও সিলভার কার্প থাকে উপরের স্তরে, রুই থাকে মাঝে এবং মৃগেল ও আমেরিকান রুই থাকে নীচের স্তরে।

মিশ্রচাষের পুকুর নির্বাচন

- যেসব পুকুরে সারাবছর ২ - ২.৫ মি(৬-৭.৫ফুট) জল থাকে, পাড় উঁচু অর্থাৎ বৃষ্টিতে ভেঙে যাবার ভয় থাকে না, পাঁক কম থাকে সেইসব পুকুর মিশ্র চাষের পক্ষে উপযোগী।
- পুকুর আয়তাকার এবং আয়তনে ১ -১৫ বিঘা হতে পারে।
- পুকুরের জলে অবাধে সূর্যের কিরণ পড়তে হবে। বিশেষ করে পূর্বদিকে কোন গাছপালা না থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে নারকেল বা সুপারি জাতীয় গাছ থাকতে পারে।

চারাপোনা ছাড়ার আগে পুকুর পরিচর্যা

জলজ উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রন ঃ

গ্রাস কার্পের খাদ্য নয় এমন জলজ উদ্ভিদ সমূহ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা তুলে ফেলা একান্ত দরকার।

ক্ষতিকারক মাছ নিধন ঃ

চারাপোনা ছাড়ার আগে ক্ষতিকারক মাছ যেমন শাল, শোল, বোয়াল ইত্যাদি পুকুর থেকে দূর করুন। তারজন্য বিঘা প্রতি ১মি জলের গভীরতায় ৩৩৩ কেজি হিসেবে মহুয়া খোল প্রয়োগ করুন। ৩ - ৪ ঘন্টার মধ্যে সব মাছ মরে যাবে। জাল টেনে মরা মাছ পরিষ্কার করুন। মহুয়া খোলের বিষক্রিয়া ১৫ - ২০ দিন পর্যন্ত থাকে। তার পর মহুয়া খোল পুকুরের সার হিসেবে কাজ করে। প্রচুর প্রাকৃতিক খাদ্য কণা জন্মাতে সাহায্য করে। তাই বলা হয় -

"মহুয়া খৈলে দুই উপকার
আদিতে বিষ অন্তে সার"

চুন প্রয়োগ ঃ

মহুয়া খোল ব্যবহারের ৭ দিন পরে বিঘা প্রতি ৩০-৪০ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করুন। চুন প্রয়োগের পরদিন পুকুরের পাঁক ভাল করে ঘেঁটে দিন। চুনের অশেষ গুণ। চুন দিলে জল পরিষ্কার হয়। জলের অম্লভাব দূর হয়-মাছ ভালো বাড়ে। পাঁকের দূষিত গ্যাস নষ্ট হয়। তাই বলা হয় -

"চুন দেওয়ার অশেষ গুণ
সব তরকারীতে যেমন নুন"।

সার প্রয়োগ ঃ

পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যকণা উৎপাদনের জন্য জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করুন - কিন্তু এক সাথে নয়। জৈবসার দেবার ১৫ দিন পর অজৈব সার প্রয়োগ করুন।

*পুকুরে যদি মহুয়া খোল প্রয়োগের পর প্রাকৃতিক খাদ্য কণা পর্যাপ্ত পরিমানে না জন্মায় তবে বিঘা প্রতি ৫০০ কেজি করে গোবর সার প্রয়োগ করুন।

*পুকুরে যদি মহুয়া খোল প্রয়োগ না হয়ে থাকে তবে বিঘা প্রতি ১০০০ কেজি করে গোবর সার প্রয়োগ করুন।

*পুকুরে উদ্ভিদকণা কম থাকলে বিঘা প্রতি ইউরিয়া ৪ - ৫ কেজি এবং সিঙ্গল সুপার ফসফেট ৫.৫ - ৬ কেজি হারে প্রয়োগ করুন।

চারাপোনা মজুত

প্রথম মাসে পুকুরে গোবর সার দেবার ১৫ - ২০ দিনের মাথায় চারাপোনা ছাড়ুন। এই সময় পুকুরের জল ঈষৎ সবুজ রঙের হয় - পুকুরে পর্যাপ্ত পরিমানে প্রাকৃতিক খাদ্যকণা থাকে। সাধারনত বিঘা প্রতি ৪ - ৬ ইঞ্চি মাপের ১০০০টি চারাপোনা ছাড়লে ভালো।